গাংনী থানার নতুন ওসি আব্দুর রাজ্জাকের যোগদান

গাংনী থানার নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক যোগদান করেছেন। (২০ নভেম্বার) শনিবার দুপুরে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ওসি বজলুর রহমানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তার স্থলে আব্দুর রাজ্জাককে দায়িত্ব দিয়েছে পুলিশের সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও বলেন, আইনের বাইরে কোন কিছু করা হবে। অন্যায়, বিশৃংখলা ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ কোন কিছুই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কারণ এলাকার মানুষকে ভালো রাখতে হলে আইনের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আইনের কাছে প্রত্যেকটি মানুষ সমান।
জানা গেছে, আব্দুর রাজ্জাক ওসি হিসেবে সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন যশোরের ঝিকরগাছা থানায়। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর দায়িত্ব পালনকালে তিনি সেখানকার মানুষের মন জয় করেছেন। সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসার হিসেবে পরিচিত আব্দুর রাজ্জাক গাংনী থানায় দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে পারবেন এমন প্রত্যাশা গাংনীবাসীর।

২০০৪ সালে সাব ইন্সেপেক্টর (এসআই) হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন সিরাগঞ্জের সভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আব্দুর রাজ্জাক। কর্মজীবনে ডিএমপি, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা ও সর্বশেষ যশোরের ঝিকরগাছা থানায় কর্মরত ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। সকলের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করি। দেশের আইন আর নিজের বিবেক দিয়ে দায়িত্ব পালন করি। আপনারা ভালো থাকুন আর সবাইকে ভালো রাখুন। তাহলে আমরাও ভালো থাকবো। তবে আইনের ব্যত্যয় ঘটালে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে ভালো থাকা আর ভালো রাখতে গাংনীবাসীর প্রতি এমন আহবান জানান তিনি।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে গতকাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতি ক্রমে মাহাবুব আজম ইকবাল ঝড়–কে সভাপতি, শফিকুল ইসলাম শাহিনকে সাধারণ সম্পাদক ও নজরুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক মাহাবুব আজম ইকবাল ঝড়ুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শফিকুল আজম খান চঞ্চল। সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ময়জদ্দীন হামিদ,উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি লিয়াকত আলী খান,বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জেলা আহবায়ক খসরুল আলম, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আফজালুর রহমান,ইসতিয়াক খন্দকার, আব্দুল খালেক আযব্বাসী প্রমুখ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক আমিনুল ইসলাম লিটন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা করা হয়। এর পরই অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষক নেতারা। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

দর্শনায় ছেলের লাঠির আঘাতে মা

নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছেলের লাঠির আঘাতে মা নিহত হয়েছে। পুলিশ ঘাতক ছেলে ইদ্রিস (৩৮) কে আটক করেছে। আজ রবিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্ৰামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, আজ ২১ নভেম্বর রবিবার সকাল পৌনে ১১টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্ৰামের জামাল মল্লিকের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে ইদ্রিস আলী স্নানরত অবস্তায় মা খদে বানু (৬৫)কে বালিধারা (লাঠি) দিয়ে মাথায় আঘাত করে। স্থানীয়রা মূমুর্ষ অবস্থায় খদে বানুকে দর্শনার স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক ছেলে ইদ্রিস আলীকে আটক করে দর্শনা থানায় নেয় এবং নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এএইচএম লুৎফুল কবির এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘাতক ছেলে ইদ্রিস আলী কে আটক করা হয়েছে এবং নিহত খদে বানুর লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মেহেরপুর জজ কোর্টের পেশকার ও সাবেক সাংবাদিক মোমিনুল সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পেশকার (বেঞ্চ সহকারী) ও সাবেক সাংবাদিক মোমিনুল হক (৩৫) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার চেঙ্গাড়াতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি নিজ বাড়ি হোগলবাড়িয়া থেকে মোটরসাইকেল যোগে কর্মস্থল জেলা জজ আদালতে যাচ্ছিলেন। তিনি হোগলবাড়িয়া গ্রামের

মৃত মারজুল আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোমিনুল হক কোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি থেকে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে চেঙ্গাড়া বাজারের কাছে পৌছালে একটি মোটরসাইকেলকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পড়ে যান। এসময় পেছন থেকে আসা ইট বোঝাই শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির তাকে চাপা দেয়। গুরতর আহত অবস্থায় তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শাইলা শারমিন জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর থেকে ২ শ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ শ গ্রাম গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন মুজিবনগর থানা পুলিশ। আটকরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের খানপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, দারিয়াপুর গ্রামের উপা গাঁড়ার ছেলে জহুরুল ইসলাম ওরফে ছোট গ্যাড়া (২৯) ও একই গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে সবুজ হোসেন (২৩)। শুক্রবার সন্ধ্যায় দারিয়াপুর খানপুর মসজিদের সামনে থেকে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের ২ শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়। মুজিবনগর থানার ওসি আবুল হাসেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ছোট গ্যাড়ার নামে মুজিবনগর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে বলে জানান ওসি আবুল হাসেম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউপি নির্বাচনে বাড়ছে সহিংসতা

আলমডাঙ্গায় ৩য় ধাপের বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা বাড়ছে। কয়েক দিনের দফায় দফায় নির্বাচন কেন্দ্রীক সহিংসতায় দুই সতন্ত্র প্রার্থীর ৫ জন আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের ৪ কর্মীকে পিটিয়ে গুরুত্বর জখম করেছে। এঘটনায় এলাকাবাসী ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ১ জনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করে। এ নির্বাচনি সহিংসতায় সজিব নামের এক যুবক আটক করে পুলিশ। নির্বাচনি সহিংসতার কারণে সেন্টু রহমান বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৭/৮ জনের নামের মামলা দায়ের করেছে। এলাকাসূত্রে জানাযায়, আসন্ন আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামি ২৮ শে নভেম্বর। এ নির্বাচনে বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে বেপরোয়া হয়ে উঠছে সহিংসতার। গত কয়েক দিনের দফায় দফায় হট্টগোলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।
এরই সূত্র ধরে গত ১৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টু ও মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের দুই প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এতে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের। এতে চেয়ারম্যান প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের ৪ জন কর্মী গুরুত্বর আহত হয়।
আহত ব্যাক্তিরা হলো- বোমা কালাম ওরফে কালাম, কালামের ভাই সেন্টু, বকুলের ছেলে প্লাবন, রবিউলের ছেলে আশরাফুল, সাইফুল্লাহ। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ছুটে যায় কালামের মা, কাশেম, কালামের মেয়ে পূর্ণিমাও আহত হন। গুরুত্বর আহতদের উদ্ধার করে হারদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আশরাফুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টু জানান, বোমা কালাম তার প্রতিবেশিদের সাথে জমি কেন্দ্রীক ঝামেলা। যা সৃষ্টি হয়েছে সংঘর্ষের। এ ঘটনাটি মোটেও নির্বাচন কেন্দ্রীক নয়। বরং তাদের প্রতিবেশিদের ঝামেলাকে ইস্যু করে রাজনৈতিক নির্বাচনের মাঠে অস্থিরতা বিরাজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ ঘটনাকে নির্বাচনি ইস্যু তৈরির কোন সুযোগ নেই।
এদিকে সতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদুল হাসান চঞ্চল দাবি করে বলেন, পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সতন্ত্র প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মন্টুর নেতৃত্বে তার কর্মীদের উপর হামলা করানো হয়েছে। নির্বাচনের মাঠে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন সময় আমার কর্মীদের উপর হামলা- হুমকির সম্মূখিন হতে হয়। বোমা কালামকে পুঁজি করে বিভিন্ন দোষের সম্মূখিন করে। ইতো পূর্বে ৩ বার তাকে ব্যবহার করে বোমা কালাম তৈরি করে আজ সমাজে নিজেকে সভ্য হিসাবে পরিচিতি করতে চায়। সূত্র জানাযায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত সন্ত্রাসী বোমা কালাম। তিনি চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী। খাস জমি দখল করে অফিস তৈরি করেছে। যা ওই এলাকায় বসবাসরত বাসিন্দাদের দুর্ভোগের অন্যতম কারণ।
অফিসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি টাঙিয়ে চলে নেশার আড্ডা। বিভিন্ন সময় নেশার দ্রব্যসহ পুলিশের নিকট আটক হয় বোমা কালাম। অন্যত্র অঞ্চল থেকে অপরিচিত মানুষ এসে অফিসে উচ্চস্বরে গানের সাথে নেশার আড্ডা জমায়। এরই কারণে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত। প্রতিবেশি জাফরের মা ক্যান্সারের রোগী। পাশে আরেক যুবক ঢাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন।
এখন বাড়িতে চিকিৎসাধীন। কালামের অফিসে উচ্চস্বরে গান বাজানোয় তারও প্রচন্ড মাথায় যন্ত্রণা হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাফরদের সাথে কালামের গোলযোগ হলে প্রতিবেশীরা সকলে মিলে জাফরের পাশে দাঁড়িয়ে যায়।
এতে দুই পক্ষে রুপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। এতে বোমা কালামের ভাই সহ ৫ জন গুরুত্বর আহত হয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। সহিংসতার ঘটনায় সজিব নামের ১ যুবকে আটক করে পুলিশ। এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় সেন্টু রহমান বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগরে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ২

মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। শুক্রবার রাত ২টার দিকে শিবপুর গলাকাটা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আরিফুল ইসলাম বগা (৩১) ও একই গ্রামের বিশ্বাসপাড়ার কায়জার আলীর ছেলে পিন্টু হোসেন (৩৬)। জানা গেছে শিবপুর এলাকায় বিপুল পরিমান মাদক পাচার হচ্ছে এমন

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এসআই হাবিবুর রহমান, এএসআই মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই আহসান হাবীব, এএসআই হেলাল উদ্দিন ও সঙ্গীয় ফোর্স সহ মুজিবনগর থানার শিবপুর গলাকাটা মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আরিফুল ইসলাম বগা ও পিন্টু হোসেনকে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আসামী বগার বিরুদ্ধে ০৫ টি ও পিন্টুর বিরুদ্ধে আরো ০৬ টি মাদকের মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে।

মেহেরপুরে অস্থায়ী মাছের আড়ৎ উচ্ছেদ!

মেহেরপুর বড় বাজার এলাকায় পৌরসভার উদ্যোগে অস্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে তোলা মাছের আড়ৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে প্রশাসন। মামলা নিস্পত্তি না হওয়ায় ভেঙে দেওয়ার কথা বললেও পৌরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি তাহলে অস্থায়ীভাবে মসজিদ কেন নির্মাণ করা হলো।
শুক্রবার বিকালের দিকে অবৈধ স্থাপনা হিসেবে স্থানীয় প্রশাসন এটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। গড় পুকুরের সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে অস্থায়ীভাবে মাছের আড়ৎ করার জন্য স্থাপনা তৈরি করা

হচ্ছিল।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন উপস্থিতিতে বিশাল আকারের দুটি টিনশেডের স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়।
এসময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সায়ীদ, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খান সহ সদর থানার পুলিশ সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি আদালতে মামলা থাকার কারণে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
মেহেরপুর পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভার গড় পুকুরের সৌন্দর্য্য বর্ধন করার লক্ষ্যে গড়ের পশ্চিম পাশে মাছের আড়তদারদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। সেকারণেই আড়তদারগণ গড় মসজিদের জন্য নির্মাণাধীন অস্থায়ী মসজিদের পাশেই টিনের সেড দিয়ে বিশাল আকারের দুটি স্থাপনা নির্মাণ কাজ করছিল। বিকালের দিকে হঠাৎ করেই স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ওই স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়।
এ ব্যাপারে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, যেহেতু জমি নিয়ে আদালতে মামলা রয়েছে, সেহেতু এখানে কোনো স্থাপনা করতে দেওয়া যাবে না।
এ ব্যাপারে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, গড়ের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে গড় পুকুরের পশ্চিম পাশে যে মাছের আড়ত রয়েছে, সেখানে আড়তদারদের পক্ষ থেকে ওই স্থানে অস্থায়ীভাবে মাছের আড়ত করার লক্ষ্যে স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, মামলার অযুহাত দিয়ে মাছের আড়ৎ ভেঙে ফেলা হলো । কিন্তু একই জমিতে অস্থায়ী মসজিদও তো নির্মাণ হতে পারে না।

কাজিপুরে আ. লীগ প্রার্থীর ভাইয়ের হাতে স্বতন্ত্র

প্রার্থী লাঞ্ছিত

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ছোট ভাই আসাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক চেয়ারম্যান মুহ আলম হোসাইনকে দফায় দফায় লাঞ্ছিত ও ও তার প্রচার মাইকের ভ্যান চালকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ভোট নিয়ে শংকা প্রকাশ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলম হুসাইন বলেছেন এ বিষয়ে আগামীকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন এবং গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দেবেন।
তিনি জানান, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ভবানীপুর ও বেতবাড়িয়া গ্রামে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট চাচ্ছিলেন। এসময় আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর ছোট ভাই আসাদুজ্জামান, ওষধ কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধি বেতবাড়িয়া বাবলুর নেতৃত্বে কিছু ক্যাডার বাহিনী আমাকে ভোট চাইতে নিষেধ করেন। আমি বেতবাড়িয়া থেকে ভবানীপুর গ্রামে গেলে সেখানেও তারা আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আসাদুজ্জামান আমাকে ধাক্কা মারে এবং তার ক্যাডার বাহিনীর লোকজন হামলা করে। এক পর্যায়ে স্থানীয়দের সহায়তায় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থী রেজাউল হকের সামনেই লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
এছাড়া আলম হুসাইনের নির্বাচনী প্রচারে ভ্যানওয়ালাকেও প্রহার করে মোবাইল ছিনতাই করে নিয়েছে।
তবে স্থানীয়রা জানান, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে এলাকায় নানা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা তৈরি হয়েছে। দলীয় প্রার্থীর ভাই আসাদুল ইসলাম বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোটারদের মধ্যে হুমকী ধামকী দেওয়ায় ভীতি তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে বেতবাড়িয়া, ভবানীপুর, পীরতলা ভোট কেন্দ্রগুলোতে অবাধ, সুষ্ঠ ভোট নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে ভোটাররা।
অপর স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল আলীমও অভিযোগ করে বলেছেন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কঠোর নজরদারী করতে হবে।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [